দস্তয়েভস্কির বই ও কোটিপতির সকাল

বইটা তাকে যাদুর মত টানছে। সে বেশ কয়েকবার লাইব্রেরীটায় ঢুকল। বইটা ছুঁতেই তার আনন্দ হচ্ছে। সে যথা সম্ভব নিজেকে মোলায়েম করে এই বুকশপের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে চলছে। কিন্ত বেশ ক'বার ঢু মারাতে বুকশপের মালিক ভদ্রমহিলার সন্দেহ পরায়ন চোখ দুটো চশমার ওপর দিয়ে বার কয়েক তাকে দেখল। বেশ ক'বার ঢুকার কল্যাণে সে বইটার দু একটা পাতা পড়েও ফেলেছে ইতিমধ্যে। এতে সে ব্যাপারটার সাথে আরো বেশী জড়িয়ে গেল। এটা যেন একটা অনির্বায শেকল। যার সীমা পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছেনা সে। দস্তয়েভস্কির লেখার মধ্যে কি এক সংগীত থাকে। যাতে মেশানো থাকে এক সর্বহারা হাহাকার। এ যেন এক ঢোল বাদক। যে নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেটা বর্ণনা করতে ভালবাসে। 'নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড' বইটার নাম। না, এটা কিনতেই হবে আমাকে। একরাত তার বিনিদ্র কাটে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চরম নৈরাশ্যে ভরে উঠে তার মন। তবুও বইটার মোহ থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছিলেন 'বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয়না'। তিনি সম্ভবত ধনীদের উদ্দেশ্য করে কথাটা বলেছিলেন। তিনি জানতেন না বই কেনার আগেই কেউ কেউ দেউলিয়া হয়ে থাকেন। অনেকের কাছেই সে ধার চাইল। যেন এটা কোন ব্যাপারই না। কালকেই সে চাইলে যে কাউকেই যত খুশী টাকা ধার দিতে পারে। সে জানে বইয়ের ব্যাপারাটা কাউকেই বলা যাবেনা। তা হলে কারো দিতে ইচ্ছে থাকলেও ধার দেবেনা। একটা তীব্র ক্ষুধায় সে তাড়িত হতে লাগলো। সত্যি, সে অনুভব করে চলেছে মনের ক্ষুধা কত তীব্র হতে পারে। সারা রাত্রির মধ্যে মাঝে মাঝে তার ঘুম যে আসেনি তা কিন্তু নয়। তবে ঘুমে সে শুধু একটা প্রজাপতি দেখল যার পাখনা ষাট পৃষ্টার মত। তার প্রচ্ছদ নীল। না, আমি মরে যেতে পারি একদম এই বইটা পড়ে ফেলার পর। অন্তত এই বইটা শেষ করার আগে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত হবেনা। সে ভাবল শেষ পর্যন্ত হাত ঘড়িটা ? যেটা তার মা তাকে কিনে দিয়েছিল কষ্টে জমানো টাকা দিয়ে। সে থাকে গ্রামে। 'এটা বন্ধক রাখতে পারি আমি' সে ভাবল। কিন্তু পরক্ষনেই একটা দুটানায় বিদীর্ণ হয়ে গেল তার হৃদয়। অনেক দুরে গ্রামে বাসরত তার মায়ের কথা মনে পড়ল। অন্য দিকে দস্তয়েভস্কি জগৎ। দস্তয়েভস্কির যেন তার কথাই বলছে সমস্ত বইটাতে। দস্তয়েভস্কির আরো কিছু বই পড়ার সুযোগ হয়েছে তার ব্রাদার্স কারামাজোভ, গ্যাম্বলার, ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট ইত্যাদি। দস্তয়েভস্কির বর্ণনার জগতে সে মাথা গলিয়ে থাকল যেভাবে মধুর চাকে মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকে মাছি। সকালে জেগে সে কিছুক্ষণ মাথায় পানি ঢালল। এখন মাথাটা জ্যাম হয়ে আছে আর বইটাকে তার শত্রু মনে হচ্ছে। একবার বইটার ছিনিয়ে নিয়ে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার রাসকলনিকভের মত। অবশেষে তার মেসের একজন বন্ধু আশি টাকায় মাত্র দুইদিনের জন্য তার ঘড়িটা বন্ধক রাখতে সম্মত হল। তার সামনে আর কোনা অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, দায়িত্ববোধ নাই। যে কোন কিছুর বিনিময়ে এখন শুধু বইটা পড়ে ফেলা। তার ভেতরে জেগে উঠা দৈত্যটাকে শান্ত করা। হাত থেকে খুলে সে যখন ঘড়িটা মেস বন্ধুর হাতে দিয়ে আশি টাকা হাতে নিল। তখন তার মন আনন্দে ভরে উঠল। যেন সে বইটা অর্ধেক পড়ে ফেলল। এখনি তার ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ইশ্বর। দোকান খুলতে এখনো অনেক বাকী।
এখন মাত্র সাতটা। দশটার আগে অভিজাত বুকশপগুলো খুলেনা ঢাকাতে । কিন্তু সে বেশিক্ষণ ঘরের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারলোনা। আজ সে বইটা একেবারে নিজের মত করে পাবে। এটা ভেবে নিজেকে তার মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সবচাইতে সুখী মানুষের মত। সে মনে মনে ভাবতে থাকলো বইটা কোথায় আমি পড়তে পারি। দশটার পর থেকে অবশ্য মেসে লোকজন কমতে থাকে। তবুও মেসের লোকজন বেয়াড়া টাইপের হয়। হয়ত কেউ 'কি পড় সোনা' বলে বইটা খানিক্ষণের জন্য কেড়ে নিতে পারে। খুন চেপে যাবে তার মাথায়। একবার ভাবল পার্কের ভেতর চলে গেলে সব চাইতে ভাল হয়। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু পার্কের ভেতর ইদানিং সস্তা মাগীদের এতবেশী আনাগোনা হয় যে রীতিমত জায়গাটা হট্টগোলে পরিণত হয়ে গেছে। হাঁ পেয়েছি। জাতীয় যাদুঘরের কথা মনে পড়তে সে আরম বোধ করল। আরও একবার সে একজনের কাছ থেকে একটা বই ধার করে নিয়ে সেখানে পড়েছিল। মাথার ওপরে ফ্যানের বাতাস। গোল করে বসানো সোফা। এবার আরাম করে পড়তে থাকো। অন্য ভবঘুরে লোকজনও এসে বসতে পারে তাতে অসুবিধা নাই। মনে করো তোমার সামনে কেই নাই। সকালের দিকে তেমন একটা লোকজন আসেনা যাদুঘরে। আরমসে পড়া যায়। বাসা থেকে বেরিয়ে উত্তেজনায় সে রাস্তায় নেমে আসে। দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে একেবারে শিষ দিয়ে চলেছে সে যেন স্কুলগামী কোন বালিকার প্রেমে পড়েছে। সে হাটতে হাটতে দেখতে পেল আনোয়ার সাদাত কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে। আগে এক সময় লেখালেখির চেষ্টা করতেন। এখন দুবাই আদাম পাচার করেন। খুব ঘনঘন দুবাই যাওয়া আসা করেন।
-'আরে মুহিত'। আনোয়ার সাদাত তাকে দেখতে পেয়ে বলল।

-'আরে আনোয়ার ভাই' সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সাদাত তার কুশালাদি জিজ্ঞেস করলো তাকে চায়ের নেমন্তন জানালো। তার হাতে এখনো বেশ কিছু সময় আছে। ফলে সে সাদাতের পিছু হাঁটা শুরু করলো। সাদাত এই রাস্তার সবচাইতে অভিজাত রেঁস্তোরায় ঢুকে গেল। ওরা রেস্তোরার পরিপাটি ইস্পাতের আরমদায়ক দুটি চেয়ার দখল করলো। রেস্তোরাটার প্রশংসায় সাদাত পঞ্চমুখ। সে দুবাই, ওমান আর কাতারের রেস্তোরা গুলোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলো। ওয়েটার এলে সাদাত হালকা কোন খাবার চাইল। ওয়েটার ঠান্ডা ফিরনি, চা, পানি ইত্যাদি একটা ট্রে থেকে টেবিলে নামিয়ে দিয়ে গেল। সাদাতের বর্তমান অবস্থায় ইর্ষান্বিত হল সে। তার পোষাক তার জুতো তার হাতের স্বর্ণের আংটি ইত্যাদির গুনাগুন সাদাত বর্ণনা করতে লাগলো তার কাছে। এইসব একঘেঁয়ে আত্মম্ভরিতার ভেতর দিয়ে তার স্মৃতির রাজ্যজুড়ে একটাই আলোড়ন 'নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড'। আর মাত্র কয়েক মিনিট। তারপর সে ঘন্টা কয়েকের জন্য ভুলে যাবে পৃথিবীর কথা। সে ঢুকে যাবে দস্তয়েভস্কির চিন্তার জগতে। লোকটা রসিক আর অসাধারণ সমাজ সচেতন। একটু পরে ওয়েটার এসে টেবিলের ওপর বিলটা রেখে গেল। সর্বমোট পঞ্চাশ টাকা। সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে আনোয়ার সাদাতের জন্য পঞ্চাশ টাকা কোন ব্যাপারই নয়। সাদাত সিগারেট জ্বালিয়ে টানতে লাগলো এবং সেই আত্মরতি। দুবাইয়র জৌলুস বর্ণনা। সে বিরক্ত হয়ে উঠল বিলটার দিকে সে বার বার তাকাচ্ছিল খরচোখে। সেটা যেন তার দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সাদাত সেটার দিকে ভ্রুক্ষেপ ও করলো না। সে এভাবে প্লেট থেকে ভাজা ধনের গুড়ো তুলে নিচ্ছিল যে ওখানে কোনো কাগজ নাই। মুহিত ভাবতে লাগলো নিশ্চয়ই উনি দিয়ে দেবেন। এত কম টাকা তাই উনি দেখছেন না বিলটার দিকে। কত টাকা কামান উনি। কত বড় মন। কিন্তু তার বুকের ভেতর একটা চোরা স্রোত ঢুকে গেল যেন আশংকার। 'যদি না দেন'! সবকিছু মুহুর্তেই ওলট পালট হয়ে গেল তার। এই সুন্দর নাতিশীতল পরিবেশটাকে তার মনে হল নরক। তার সামনে বসে আছে যেন এক ভাঁড়। সে তার হারানো শ্রদ্ধাটা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলো। সে ভাবতেই চাইলো না আর ব্যাপারটা নিয়ে। আনোয়ার সাদাত ঘড়ির দিকে তাকালেন। 'ব্যাংকে যেতে হবে আমাকে দশটায়' আর তিনি এই বলে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একবারো তাকালেন না বিলটার দিকে। 'ভাল থেকো যুবক'। মুহিত বাধ্য হলো ভদ্রতার সাথে বিলটা হাতে নিতে। তার বিলটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হলো একবার, আবার মনে হলো সে চীৎকার করে বলে উঠবে 'সাদাত ভাই আপনি পাষন্ডের মত আচরণ করছেন আমার সাথে'। কিন্তু লজ্জা, আত্ম সম্মানবোধ, দ্বিধা তাকে নিরস্ত করলো। ওয়েটার ছুটে এলো। বইয়ের জন্য ঘড়ি বন্ধক রাখা আশি টাকা থেকে সে পঞ্চাশ টাকার নোটটা দিয়ে দিল। সাদাত পকেট থেকে একটা দুটাকার নোট বার করে ওয়েটারকে বখশিশ দিল। দুজনেই নেমে এলো নীচে। 'আসি তাহলে দেখা হবে'। আনোয়ার সাদাত চলে গেলো। সে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, বিহ্বল দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার ওপর। একটা ঝড় যেন বয়ে যাচ্ছে তার ভেতরে। তার হৃৎপিন্ডের ভেতর কে যেন গরম লোহার রড় ঢুকিয়ে দিল। যেন সেটা সেখানে কাবাব হয়ে গেছে। সে তার শরীরটা টেনে নিয়ে গেল ওভারব্রিজের ওপর। সে ওখানে রেলিঙে বুক লাগিয়ে নীজের ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলো। সে দেখতে পাচ্ছে অফিস গামী মানুষের স্রোত। ঠুংঠাং রিক্সার শব্দ, বাস, গাড়ীর হর্ণ। তার মনে হলো দস্তয়েভস্কির সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে এক কোটিপতির কল্যাণে। সে নিচের দিকে মুক তাকিয়ে রইলো যেন অনন্ত কাল ধরে সে এই ঠান্ডা রেলিংয়ে বুক লাগিয়ে ঝুঁকে আছে। নীচের শত শত ব্যাস্ত মানুষের কেউ দেখতে পেলনা ওভারব্রিজের ওপর একজন মানুষ কাঁদছে। কেননা ওভারব্রীজ সবসময় উঁচুতে হয়।